পবিত্র কোরআনে হযরত দাউদ (আ:) ঘটনা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত দাউদ (আ:)-২"**

মহান আল্লাহ তা'আলা দাউদের প্রতি অসংখ্যা অন্যগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বায়তুল লাহমের ইয়াহুদ গোত্রের এক সাধারণ যুবক। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে তালূতের নেতৃত্বে বনি ইসরাইলিদের এক যুদ্ধে দাউদ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ফিলিস্তিনিদের পক্ষে জালুত সেনাপতি ছিল। জালুত(জুলিয়ট) ছিল এক বিশাল দেহী ভয়ংকর যোদ্ধা সেনাপতি। জালুত (জুলিয়ট) বনি ইসরাইলি সেনাদলকে তার সাথে প্রত্যক্ষ মোকাবিলা আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছিল। কিন্তু বনি ইসরাইলি একজনও তার সাথে মোকাবিলার জন্য যাচ্ছিল না তখন দাউদ ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ভয়ংকর এ শত্রু সেনাপতিকে হত্যা করে রাতারাতি বনী ইসরাইলের নয়ন মনিতে পরিণত হন।

এ ঘটনা থেকেই তার উত্থান শুরু। এমন কি তালূতের ইন্তিকালের পর প্রথমে তাকে হাবরা (বর্তমান আল খালিল) ইয়াহুদিয়ার শাসন কর্তা করা হয়।

আর কয়েক বছর পর সকল বনি ইসরাইল গোত্র সর্বসম্মতভাবে দাউদকে নিজেদের বাদশাহ নির্বাচিত করে। দাউদ জেরুযালেম জয় করে ইসরাইলি রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন।

তারই নেতৃত্বে ইতিহাসে প্রথমবার এমন একটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার সীমানা আকাবা উপসাগর থেকে ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এসব অনুগ্রহের সাথে সাথে আল্লাহ তাকে আরো দান করেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহভীতি, আল্লাহর বন্দেগী ও তার প্রতি আনুগত্যশীলতা।

মুহাম্মদ রাসূল (স:) হাদিস:

كان أعبدالبشر

তিনি (দাউদ) ছিলেন সবচেয়ে বেশি ইবাদাতগুজার ব্যাক্তি কথিত আছে, দাউদ (আ:) একদিন পর একদিন সওম পালন করতেন। আরও কথিত আছে, তিনি রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে কাটাতেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

১. তারা যা বলে, তার জন্যে তুমি (মুহাম্মদ) সবর অবলম্বন করো আর স্মরণকর আমার হাতওয়ালা (ক্ষমতাপ্রাপ্ত) দাস দাউদকে সে ছিল আমার অভিমুখী।

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ ۚ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٧﴾

তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:১৭)

২. আমরা পাহাড় পর্বতকে নিয়োজিত রেখেছিলাম যেনো সকাল সন্ধ্যায় তার সাথে আমার তসবীহ করে।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত; (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:১৮)

৩. আর পাখিরা ও তার কাছে জড়ো হতো, প্রত্যেকেই ছিল তার অনুগত।

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ۗ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿١٩﴾

আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:১৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

৪. আমরা তার সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম আর তাকে দিয়েছিলাম হিকমা (প্রজ্ঞা) এবং সিদ্ধান্তকর বক্তব্য রাখার ক্ষমতা।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা। (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:২০)

৫. তোমার কাছে কি বিবাদকারীদের সংবাদ পৌঁছেছে ? যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে মাহেরাবে এসেছিল।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

আপনার কাছে দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গীয়ে এবাদত খানায় প্রবেশ করেছিল। (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:২১)

৬. তারা দাউদের কাছে প্রবেশ করেছিল। তাদের দেখে দাউদ ভীত হয়ে পড়ে। তারা বললো, আপনি ভিত হবেন না। আমরা দু'টি বিবদমান পক্ষ। একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি. আপনি আমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করে দিন. অবিচার করবেন না। এবং আমাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিন।

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ
بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ
سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

যখন তারা দাউদের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বললঃ ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:২২)

৭. এ আমার ভাই। তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা। আর আমার আছে একটি মাত্র একটি দুম্বা। তবু সে বলে, তোমারটি আমার যিম্মায় দিয়ে দাও। এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোর হয়েছে।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ
فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও সে বলেঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বল প্রয়োগ করে। (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:২৩)

৮. দাউদ বললো, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বার সাথে একত্র করার দাবি করে সে তোমার প্রতি যুলুম (অন্যায়) করেছে। শরিকদের অনেকেই একে অপরের উপর যুলুম করে থাকে। তবে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ করে তারা নয়। অবশ্য তারা সংখ্যায় অল্প। দাউদ বুঝতে পারলো আমরা তাকে পরীক্ষা করেছি। তাই সে তার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়লো এবং তার অভিমুখি হলো (সেজদা)।

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَ
خَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

দাউদ বললঃ সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের বুঝতে পারলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:২৪)

৯. তখন তাকে ক্ষমা করে দিলাম। আমাদের কাছে তার জন্যে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা আর সুন্দর পরিনাম।

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও সুন্দর আবাসস্থল। (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:২৫)

১০. আমরা তাকে বলেছিলাম, হে দাউদ, আমরা তোমাকে ভূখণ্ডের খলিফা (শাসক) বানিয়েছি। সুতরাং তুমি জনগণের সাথে সুবিচার কর। নিজস্ব চিন্তা-বাসনার অনুসরণ করো না। করলে সেটা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। কারণ তারা হিসাবের দিনটিকে ভুলে যায়।

يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ
بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ
يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ
ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভূলে যায়। (সূরাঃ সোয়াদ ৩৮:২৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

আয়াত নম্বর ২১, ২২ এবং ২৩ আর মামলাটি ছিল কাল্পনিক রূপক। ২৩ নম্বর আয়াতে নিরানব্বই দুম্বীর কথা উল্লেখ হয়েছে, এই ৯৯ সংখ্যাটিও রূপক। বাইবেলে আল্লাহর কথা বিকৃত করে রচয়িতরা নিজেদের খেয়াল খুশি মতো রসাত্মক প্রেমের ঘটনা দ্বারা নবীদের নাম কলংক লেপন করেছে।

২৪ নম্বর আয়াতে خَرَّ رَاكِعًا এর অর্থ অধিকাংশ তফসীর কারকগন "সেজদা" করেছেন। এখানে সেজদা করা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। রাসূল (স:) সেজদা করেছেন বলেও বর্ণনায় এসেছে। অতএব "সেজদা" করা উত্তম।

আল্লাহ আমাদের দ্বীনের জ্ঞান দান করুন।

ফরিয়াদী পক্ষ এ কথা বলছে না যে, এ ব্যাক্তি আমার সে একটি দুম্বীও ছিনিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের দুম্বীগুলোর মধ্যে তাকে মিশিয়ে দিয়েছে। বরং সে বলছে, এ ব্যাক্তি আমার কাছে আমার দুম্বী চাইছে এবং কথাবার্তায় আমাকে দাবিয়ে দিয়েছে। কারণ সে প্রতাপশালী বিশাল ব্যাক্তিত্বের অধিকারী এবং আমি একজন গরীব লোক। এ দাবি রদ করার ক্ষমতা আমার নেই।

হযরত দাউদ (আ:) এক পক্ষের কথা শুনে কিভাবে সিদ্ধান্ত দিলেন। আসল কথা হচ্ছে, বাদীর অভিযোগ শুনে বিবাদী যখন খামুশ হয়ে থাকলো এবং প্রতিবাদের কিছুই বললো না তখন এটি স্বতস্ফূর্তভাবে তার স্বীকৃতিদানের সমর্থক হয়ে গেলো, এ কারণেই দাউদ (আ:) স্থির নিশ্চিত হলেন যে, ফরিয়াদী যা বলছে আসল ঘটনা তাই।

হযরত দাউদ (আ:) এর ত্রুটি তো অবশ্যই হয়েছিল এবং সেটি এমন ধরনের ত্রুটি ছিল যার সাথে দুম্বীর মামলার এক ধরণের সামঞ্জস্য ছিল। তাই মামলার ফায়সালা শুনতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দাউদের মনে চিন্তা জাগে, এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে পরীক্ষা করছেন। কিন্তু এ ত্রুটি এমন মারাত্মক ধরণের ছিল না যা ক্ষমা করা যেত না বা ক্ষমা করা হলেও তাকে উন্নত মর্যাদা থেকে নামিয়ে দেয়া হতো। আল্লাহ নিজেই এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যখন তিনি সেজদায় পড়ে তওবা করেন তখন তাকে কেবল ক্ষমাই করে দেয়া হয় নি বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি যে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতেও ফারাক দেখা দেয়নি।

তওবা কবুল করার ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ দেবার সাথে সাথে মহান আল্লাহ সে সময় দাউদকে এ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেন। এ থেকে এ কথা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে যায় যে, তিনি যে কাজটি করেছিলেন তাতে প্রবৃত্তির কামনার কিছু দখল ছিল, শাসন ক্ষমতার অসংগত ব্যবহারের সাথেও তার কিছু সম্পর্ক ছিল এবং তা এমন কোনো কাজ ছিল যা কোনো ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের জন্য শোভনীয় ছিল না।

সে কাজটি কি ছিল? আল্লাহ পরিস্কারভাবে সেটি না বলে এভাবে অন্তরালে রেখে সেদিকে ইংগিত করেছেন কেন ?

তাই এখানে পর্দার অন্তরালে রেখে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে যে, আসল ঘটনা কি এবং কিতাবীরা তাকে কিভাবে ভিন্নরূপ দিয়েছে।

এ ধরণের বিষয়গুলোকে আল্লাহর কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা আল্লাহর রীতি নয়।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

আসল ঘটনা

দাউদ (আ:) উড়িয়ার (বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে অথবা ব্যক্তির নাম যাই থাকুক না কেন) কাছে নিছক নিজের মনের এ আকাঙ্খা পেশ করেছিলেন যে, সে যেন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়।

আর যেহেতু এ আকাঙ্খা একজন সাধারন মানুষের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়নি বরং একজন মহা পরাক্রমশালী শাসক ও জবরদস্ত দ্বীনি গৌরব ও মাহাত্মের অধিকারী ব্যাক্তিত্বের পক্ষ থেকে প্রজামণ্ডলীর একজন সদস্যের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছিল, তাই এ ব্যক্তি কোনো প্রকার বাহ্যিক বল প্রয়োগ ছাড়াই তা গ্রহন করে নেবার ব্যাপারে নিজেকে বাধ্য অনুভব করছিল। এ অবস্থায় দাউদের (আ:) আহ্বানে সাড়া দেবার জন্যে তার উদ্যোগ নেবার পূর্বেই জাতির দুজন সৎলোক অকস্মাৎ দাউদের (আ:) কাছে পৌঁছে গেলেন এবং একটি কাল্পনিক মামলার আকারে বিষয়টি তার কাছে পেশ করলেন।

ফায়সালা শুনানোর সাথে সাথেই তার বিবেক তাকে সতর্ক করেছিল যে, এটি একটি রূপক আকারে তার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে। এ অনুভূতির সাথে সাথেই দাউদ তওব করলেন এবং নিজেও এ কাজ থেকে বিরত থাকলেন।
তৎকালীন বনি ইসরাইলি সমাজে এ ধরনের প্রস্তাব নিন্দনীয় ছিল না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ব্যাখ্যা তাফহীমুল কুরআন থেকে নেওয়া হয়েছে।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/